দৈনিক বাংলা

তারিখ 22 AUG 1997
পৃষ্ঠা ১৩ কলাম ৪

আদর্শ নাগরিক গড়ে তুলতেঃ স্কাউট শিক্ষা

আজকের শিশু আগামীদিনের ভবিষ্যৎ। এই ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সঠিক পথে পরিচালনা করাসহ সৎ ও যোগ্য নাগরিক হিসাবে গড়ে তুলতে স্কাউটিং শিক্ষা দেয়া অপরিহার্য। এ জন্য সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্কাউটিং শিক্ষা কার্যক্রম চালু করা উচিত। সম্প্রতি দৈনিক বাংলার সঙ্গে আলাপকালে উপরোক্ত মন্তব্য করেন পলাশী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষিকা সৈয়দা আকলিমা বেগম। তিনি এই বিদ্যালয়ের স্কাউট শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করছেন।

সৈয়দা আকলিমা বেগম একজন দক্ষ সংগঠক। তিনি ১৯৯৫ সালে স্কাউটিং-এর ওপর রোভার স্কাউট ইউনিট লীডার বেসিক কোর্স সম্পন্ন করেন। এরপর ১৯৯৬ সালে ঢাকা আঞ্চলিক স্কাউটের ইউনিট লীডার বেসিক ট্রেনিং কোর্সে অংশ নেন। তিনি এ বছর মৌচাকে অনুষ্ঠিত কাব-স্কাউট লীডার এডভান্সড কোর্সে অংশগ্রহণ করেন এবং কৃতিত্বের সঙ্গে সমাপ্ত করেন।

তিনি ১৯৯৫ সাল থেকে এই বিদ্যালয়ের ছাত্রদের স্কাউটিং-এ আসতে উদ্বুদ্ধ করেন। এতে মাত্র ২৪ জন ছাত্র সাড়া দেয়। বর্তমানে তিনি এই ২৪ জন ছাত্রকে স্কাউটিং শিক্ষা দিয়ে যোগ্য নাগরিক হিসাবে গড়ে তুলতে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। প্রথম প্রথম তিনি এ ব্যাপারে তেমন সাড়া না পেলেও বর্তমানে অভিভাবক মহল থেকে প্রচুর সাড়া পাচ্ছেন।

তিনি জানান প্রাইমারী স্তরের শিশুদের কাব-স্কাউটের মূল মন্ত্র শিখাতে পারলে তাদের দ্বারা সমাজে কোন খারাপ কাজের আশা করা যায় না। যদি হয় তাহলে স্কাউটিং-এর জনক লর্ড র‍্যাডেন পাওয়েলের স্বপ্ন মিথ্যা হয়ে যাবে। স্কাউটিং-এ শিক্ষা গ্রহণকারী সমাজে ভাল কিছু দেয়ার চেষ্টা করে। সমাজের অসামাজিক কার্যকলাপ নির্মূল করে একটি সুস্থ সমাজ প্রতিষ্ঠায় সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্কাউটিং ব্যবস্থা প্রবর্তন করা উচিত। তিনি বলেন, আমার এই প্রচেষ্টায় এযাবৎ বাইরে থেকে কোন সাহায্য সহযোগিতা পাইনি। তবে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের থানা শিক্ষা অফিস থেকে কিছু সহযোগিতা পাচ্ছি। তিনি বলেন, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের উপ-পরিচালক এস এম হায়দারসহ আজিজ আহমদ চৌধুরী, মিসেস রাজিয়া সুলতানা, ঢাকা মেট্রোপলিটন স্কাউটস-এর ভারপ্রাপ্ত কমিশনার মীর মাহাবুব আলী ও স্থানীয় ওয়ার্ড কমিশনার নূরুল করিম জিন্নাহ আমাকে এ ব্যাপারে বেশ সাহায্য সহযোগিতা ও অনুপ্রেরণা যোগাচ্ছেন। তিনি বলেন, এ রকম একটি মহৎ কাজ করতে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন।

হাসান আরেফিন